দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে এবার দুশ্চিন্তায় রয়েছে পাসকৃত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় প্রতি বছরই বিড়ম্বনা ও হয়রানি শিকার হতে হয় শিক্ষার্থীদের। সময় নষ্ট, অর্থ অপচয় ও বিড়ম্বনা কমাতে একটি অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে গত দুই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিরা একমত হলেও নানা কারণে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ায় অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালগুলোতে ভর্তি

(প্রথম পৃঃ পর)

অঙ্গনে পা রাখতে পারে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে না পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাই করা হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যার যার মতো পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে থাকে। তবে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিয়ে আলোচনা করবেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, কীভাবে সহজভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, পরীক্ষা পদ্ধতি সহজ করার লক্ষ্যে গতবার মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে সমন্বিতভাবে পরীক্ষার ব্যাপারে সকলে একমত হলেও পরে চাপ ও মতের পার্থক্য থাকার কারণে তা বাস্তবায়িত হয় না। তবে কীভাবে পরীক্ষা কমানো যায়, সেই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

কমিশনের চেয়ারম্যানের মতে শ্রীলঙ্কার মতো বাংলাদেশেও অঞ্চল ভিত্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শ্রীলঙ্কায় যে যেই অঞ্চলের শিক্ষার্থী সে ওই এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। তবে মেরিট অনুযায়ী ১০ ভাগ শিক্ষার্থী তার ইচ্ছা মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। বাকি শিক্ষার্থীরা নিজস্ব এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে বাধ্য থাকে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। তবে আমাদের দেশে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে সময়ের ব্যাপার। আপাতত: চলতি নিয়মেই ভর্তি পরীক্ষা হয়ে থাকলেও ভবিষ্যতে সহজ পদ্ধতির প্রচলন শুরু করা হবে।

তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাটাগরি অনুযায়ীও একটিমাত্র পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজগুলোর - মতো কৃষিভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষা এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি পরীক্ষা হতে পারে। এতে ভর্তিচ্ছুদের সময়, অর্থ ও বিড়ম্বনা অনেকটা কমে যাবে।

কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষা হলেও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা হয়ে থাকে। এতে একটি ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আসন পেতে অনেকগুলো পরীক্ষা দিতে হয়। কেউ আবার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়। ফলে বছর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আসন নষ্ট হয়ে যায়। একটি অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি কার্যকর না হওয়ার পিছনে কোচিং সেন্টারগুলো দায়ী'। একটি স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় না।

বুয়েটে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। আবার মেডিক্যাল কলেজগুলোতেও একটি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ভর্তি করা হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেড পয়েন্ট ও ভর্তি পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। তবে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতির কোন মিল [illegible]। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনি[illegible]০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়ে থাকে। এরসঙ্গে ৮০ নম্বর থাকে এসএসসি ও এইচএসসির গ্রেড পয়েন্ট। এরমধ্যে এসএসসির ৩০ নম্বর ও এইচএসসির ৫০ নম্বর থাকবে। এসএসসির গ্রেড পয়েন্টকে ৬ দিয়ে এবং এইচএসসির গ্রেড পয়েন্টকে ১০ দিয়ে গুণ করে মোট নম্বর বের করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইউনিটে পরীক্ষা হলেও বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয়ে থাকে। এরমধ্যে ২০ নম্বর থাকে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের ওপর। বাকি ৮০ নম্বর পরীক্ষা হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর। এখানে এসএসসির ৪০ নম্বর ও এইচএসসির ৬০ নম্বর লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে যোগ করা হয়। তবে এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন হবে বলে জানা গেছে। এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইউনিটভিত্তিক এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হতে পারে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরো বেহাল। কোন নিয়মনীতি ছাড়াই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা থাকলেও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কোন ধরনের মেধা যাচাই ছাড়াই ছাত্র ভর্তি করে।